দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... সম্পাদকীয় ...

005

কম্পিউটারে বাংলাভাষা

বৃহস্পতিবার ঢাকায় কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রথম জাতীয় কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) এম এ মুনিম বলেছেন যে কম্পিউটার ব্যবহারে নিয়োজিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার সহায়তা দেয়া হবে। তিনি যতশীঘ্র সম্ভব কম্পিউটারে বাংলাভাষা প্রচলনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

বর্তমান যুগকে কম্পিউটার যুগ হিসেবে অভিহিত করলে কোন ভুল হবে না। এই যন্ত্রটি এখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য চিকিৎসা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এখন চলছে কম্পিউটারের অবাধ ব্যবহার। বলা যেতে পারে ঐসব ক্ষেত্রের কর্মকান্ডই এখন পরিচালিত হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে। এর ফলে উন্নত বিশ্ব উন্নততর হচ্ছে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হচ্ছে। তাছাড়া জীবনযাত্রা এমনকি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে কম্পিউটারের উপর।

তবে অনুন্নত বিশ্বে কম্পিউটার এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। বাংলাদেশও এখন পর্যন্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন এগোতে পারেনি। অতি সম্প্রতি প্রকাশনা শিল্পে কম্পিউটারের ব্যবহার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পত্রপত্রিকা বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে বেশ কিছুটা। কিন্তু এর বাইরে রাষ্ট্রীয়, কর্মক্ষেত্রসমূহে, শিল্পে, শিক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এর ফলে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের তাল মিলিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বলে এবং এখন অফিস-আদালতে বাংলাভাষা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার ফলে কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে কোন কারিগরী সমস্যা নেই। বরং টাইপ রাইটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের চাইতে কম্পিউটারে বাংলাভাষার ব্যবহার সহজতর। ভাষাগত ও কী বোর্ড পুনর্বিন্যাসের কিছুটা সমস্যা হয়ত আছে— কিন্তু বাংলাভাষায় কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা মারাত্মক কোন প্রতিবন্ধকতা নয়।

এই অবস্থায় আমরা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষায় কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাই। সরকার জাতীয় কম্পিউটার বোর্ডকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার এবং তার কার্যপরিধি সম্প্রসারণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐ লক্ষ্য পূরণে তা সহায়তা করবে বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি।